আর জি কর হাসপাতালে ডাক্তারি ছাত্রের ওপর ইনটার্নদের হেনস্তার অভিযোগ

উজ্জ্বল দত্ত, কলকাতা : আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র অনুভব মণ্ডল তৃণমূল ছাত্র পরিষদ সমর্থিত ইন্টার্ন ডাক্তারদের বিরুদ্ধে হুমকি ও হস্টেল থেকে তাঁর জিনিসপত্র বার করে দেওয়ার অভিযোগ আনলেন। এ ব্যাপারে শনিবার ওই ডাক্তারি পড়ুয়া টালা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। অনুভব মণ্ডল বলেন, ‘তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যরা যাঁরা আরজি কর কলেজেরই ছাত্র, আমার ওপর চাপ তৈরি করেছেন। ওদের মধ্যে সারিফ হাসান, সৌরভ মাজি, বিশ্বদীপ মজুমদার, অভিষেক সেন, আশিস পাণ্ডে দীর্ঘদিন ধরেই আমার মধ্যে মানসিক চাপ তৈরি করছেন। এর পেছনে রাজনৈতিক কারণ রয়েছে। আমরা ২০২১ সালে আন্দোলন করেছিলাম। আমি অনশনেও অংশ নিয়েছিলাম। তারপর থেকেই আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। এমনকী কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের পড়ুয়াদের আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য ওরা আমাকে প্রায়ই হুমকি দিচ্ছিল। তৃণমূল ছাত্র পরিষদে যোগ দেওয়ার জন্যও চাপ আসে।’ ফাইনাল ইয়ার পরীক্ষার আগে এই ঘটনায় ওই পড়ুয়া আতঙ্কে ভুগছেন। অভিযোগ, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যরা অনুভব মণ্ডলকে একাধিকবার হুমকি দিয়েছেন। এমনকী তাঁকে হস্টেল থেকে বার করে দেওয়ার চেষ্টাও হয়। শেষমেষ তিনি প্রশাসনের দ্বারস্থ হন। এদিকে, প্রশাসনের তরফে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারটি জানানোর জন্য বলা হয়। শনিবার অনুভব হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকেও জানান। এরপর তিনি হস্টেলে ঢোকেন। অনুভব মণ্ডল টালা থানায় যে জেনারেল ডায়েরি করেছেন, তাতে অনেকেরই নাম রয়েছে। তাঁরা প্রত্যেকেই তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্য।

মেডিক্যালের আরেকজন ছাত্র চন্দ্রমৌলি ঝাঁ এ প্রসঙ্গে বলেন, ‘অনুভব তৃণমূল ছাত্র পরিষদে যোগ না দেওয়ায় তাঁকে অনেকদিন ধরেই হেনস্তা করা হচ্ছে। মেডিক্যালের আন্দোলনরত ছাত্রদের পাশে দাঁড়াতে অনুভব গিয়েছিল। এরপর থেকেই হুমকি দেওয়া হচ্ছিল। বলা হচ্ছিলসরকার বিরোধী আন্দোলনে গেলে হস্টেলে থাকতে দেওয়া হবে না।’ এনিয়ে ডাক্তার সংগঠনের নেতা পুণ্যব্রত গুহ বলেন, ‘আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে যখন আন্দোলন হচ্ছিল, তা থেমে যাওয়ার পর জুনিয়র ডাক্তার ও ছাত্রদের দোষী সাব্যস্ত করার জন্য বেশ কয়েকজন ছাত্রকে ফেল করানো হয়েছিল। তাঁরা যদি মুচলেখা না দেন, তাঁদের ইন্টার্নশিপ করানো হবে না, এরকম একটা ব্যবস্থা হয়েছিল। ২জন অসম্মতি জানিয়েছিলেন। চন্দ্রমৌলি ঝাঁ ও মৌনিক রায়। হাই কোর্টে একটা মামলাও হয়। চন্দ্রমৌলির এখনো ইন্টার্নশিপ দেওয়া হয়নি। এটা কোনও ব্যতিক্রমী ঘটনা হয়। এটা আরজি করে লাগাতার হচ্ছে।’ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি ত্রিণাঙ্কুর ভট্টাচার্য অবশ্য বলেন, ‘এমন কোনো ঘটনা আমার জানা নেই।’

বিজেপি ২০৫৬ সালের জন্য প্রস্তুতি নিক : বনমন্ত্রী

সুমন তালুকদার, হাবরা : হাবরা স্টেশনের লাগোয়া রেল বস্তি সম্প্রতি ভস্মীভূত হয়। রবিবার দুপুরে সেই গৃহহীনদের হাতে নতুন ঘরের চাবি, শীতবস্ত্র, ইনডাকশন, রান্নার সামগ্রী ও বিভিন্ন জিনিস তুলে দিতে এসে রাজ্যের বনমন্ত্রী তথা হাবরার বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বলেন, ‘বিজেপি পরিকল্পিতভাবে দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচিকে ভণ্ডুল করতে চাইছে। কিন্তু ওরা তা করতে পারবে না। তবে বিজেপির উচিত এই কর্মসূচিকে সফল করতে দেওয়া। কারণ এর মাধ্যমে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানতে চাইছেন কোথায় কোথায় কী কী কাজ বাকি আছে। সেই বাকি থাকা কাজ আগামীদিনে আমরা করব। বিজেপি যদি চায় আরো বেশি বেশি করে রাজ্যের উন্নয়ন হোক, তবে তাদের উচিত ঘৃণ্য রাজনীতি না করে এই কাজ শেষ করতে দিদির দূতদের সহযোগিতা করা। আসলে বিজেপি মানুষের কোনো উন্নয়নে লাগছে না। উপরন্তু এই বিশাল কর্মসূচি নষ্ট করতে রাস্তায় নেমেছে। মানুষ সব দেখছেন। আগামী পঞ্চায়েত ভোটে মানুষ বিজেপিকে সাফ করে দেবে। বিজেপি গোহারা হারবে।’ এদিন ৩৫টি পরিবারের হাতে নতুন ঘরের চাবি তুলে দিয়ে বনমন্ত্রী বলেন, ‘মাত্র ১ মাসের মধ্যে রেলের সঙ্গে যুদ্ধ করে রেলবস্তিতে তাঁদের পুড়ে যাওয়া ঘরের জায়গাতেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে নতুন ঘর করে দেওয়া হল। বিগত বিধানসভা ভোটে এই জায়গা থেকে আমরা হেরেছিলাম। ওইসব এলাকার মানুষ বিজেপিকে ভোট

দিয়েছিল। অথচ অগ্নিকাণ্ডের পর একজন বিজেপি নেতাও তাঁদের খোঁজ নিতে আসেনি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলেছেন রঙ না দেখে মানুষের কাজ করে যেতে। আমরা তাঁর দূত হিসেবে কোনো রাজনৈতিক রঙ না দেখে ওইসব মানুষদের জন্য ঘর বানিয়ে তাঁদের সবরকমের সাহায্য করেছি। যতদিন ঘর বানাতে সময় লেগেছে ততদিন তাঁদের খাওয়া-দাওয়ার, পোশাক, শীতবস্ত্রের ব্যবস্থা করেছি। হাবরা পুরসভার পাশাপাশি অশোকনগর ও বনগাঁ পুরসভা তাঁদের সাহায্য করেছে। এটাই হল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৈরি তৃণমূল পরিবার। তিনি যে রাজ্যবাসীর মা তা আরো একবার প্রমাণিত হল। ওইসব গৃহহীন মানুষরাও আজ তা বুঝেছেন। তাই বলি, বিজেপি সহ অন্যান্য বিরোধী দলগুলি ২০৫৬ সালের প্রস্তুতি নিক।’

অমর্ত্য সেনের মমতা স্তুতি নিয়ে মুখ খুললেন দিলীপ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা : অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্তুতি নিয়ে এবার মুখ খুললেন বিজেপির কেন্দ্রীয় সহসভাপতি দিলীপ ঘোষ। প্রসঙ্গত, শনিবার সংবাদসংস্থা পিটিআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন মন্তব্য করেছিলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী হওয়ার যোগ্যতা রাখেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়’। অর্থনীতিবিদ বলেছিলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রীর দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সব যোগ্যতাই রয়েছে। তবে দেখতে হবে তিনি বিজেপির বিরুদ্ধে তৈরি হওয়া আমজনতার ক্ষোভ নিজের দিকে টানতে পারেন কিনা। নোবেলজয়ীর এই মন্তব্যের পরই রাজ্য রাজনীতিতে

চাপানউতোর তৈরি হয়েছে। বিজেপির সর্বভারতীয় সহসভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, ‘নিজের নিজের রাস্তা সাফ করছেন সবাই। প্রধানমন্ত্রী হতে গেলে সিট লাগে। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে টাকার থলি নিয়ে ঘুরে ঘুরে ১জনকেও জেতাতে পারলেন না, পঞ্চায়েতেও জেতাতে পারবেন না। অমর্ত্য সেনকে জিজ্ঞাসা করা উচিত, যাঁরা দিদির পাশে ছিলেন তাঁরা কেউই নেই। অমর্ত্য সেনদের পুরোনো অভ্যাস মোদীকে সরিয়ে অন্য কাউকে বসাবেন। দিদিকে নিয়ে সেই স্বপ্নটা দেখছেন উনি।’ প্রসঙ্গত, আগামী লোকসভা ভোটে বিজেপির জন্য লড়াইটা খুব সহজ হবে না বলেই মন্তব্য করেন অমর্ত্য সেন। তাঁর অভিমত, লোকসভা ভোটে বিজেপির ঘোড়াই একমাত্র দৌড়াবে, এমনটা হওয়ার সম্ভাবনা কম। আঞ্চলিক দলগুলোর একটা বড়ো ভূমিকা থাকবে। এনিয়ে দিলীপ ঘোষের দাবি, ‘উনি ভারতের থেকে অনেক দূরে থাকেন, হয়তো ভারতের খোঁজ রাখেন না।’

অমর্ত্য সেন বাইরে থেকে দেখে মন্তব্য করেছেন : সুজন চক্রবর্তী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা : অমর্ত্য সেনের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে মন্তব্যের জেরে এবার ক্ষুব্ধ বামফ্রন্টও। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, এই নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ বিজেপি বিরোধী বলেই পরিচিত। একইসঙ্গে তিনি বাম মনস্ক বলেও সকলেই জানেন। কিন্তু তাঁর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্তুতি দেখে নানা বিতর্ক ছড়িয়েছে। সিপিআই(এম) নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, ‘অমর্ত্য সেন বাইরে থেকে দেখে মন্তব্য করেছেন। বিজেপিকে হারাতে হলে সব বিরোধী শক্তিকে এক হতে হবে। কিন্তু বাস্তবে বিরোধী জোট ভাঙতে মোদীর অস্ত্র মমতাই।’ কংগ্রেসও নোবেলজয়ীর মন্তব্যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। কংগ্রেস সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য জানান, ‘প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন মমতাও দেখেন। কিন্তু কংগ্রেসকে ছাড়া কেউ সব বিরোধী শক্তিকে একজোট করতে পারবে না।’

২৭ বছরের যুবক ভোটার কার্ডে ১০১ বছরের

বিপুন ভট্টাচার্য, বর্ধমান : বর্ধমানের খণ্ডঘোষ থানার শ্যামাডাঙার বাসিন্দা মহম্মদ রিয়াজুদ্দিন মল্লিকের বয়স ২৭ বছর। কিন্তু তাঁর ভোটার কার্ডের বয়স ২০২৩ সালের ১ জানুয়ারি অনুযায়ী ১০১ বছর। তাঁর জন্ম ১৯৯৬ সালের ১ জানুয়ারি। আর তার ভোটার কার্ডে লেখা রয়েছে তার জন্ম তারিখ ১৯২২ সালের ১ জানুয়ারি। রিয়াজের বাবা সোমশের আলম মল্লিক জানান, ‘ভোটার কার্ডে নিজের জন্মতারিখ শোধরানোর জন্য ও বিস্তর ছোটাছুটি করেছে। কতবার এই বয়স শোধরানোর জন্য আবেদন জমা দিয়েছে। কিন্তু লাভ হয়নি। সরকারি কার্ডের হিসেবে, আমার চেয়ে ওর বয়স ৫০ বছর বেশি।’ ভোটার কার্ডের (নং-ওয়াই. এ. জে.১১৮৭১৪৫) গোলমালের ধাক্কায় তার আধার কার্ডও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল। সেটা কোনোরকমে করা গেলেও রিয়াজের ভোটার কার্ড কিছুতেই শোধরানো হচ্ছে না। খণ্ডঘোষের এই শ্যামাডাঙায় সিংহভাগ কাটিয়েছেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা রায়নার তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক শম্পা ধাড়া। রিয়াজ তাঁর কাছেও দরবার করেছে। শম্পা ধাড়া জানান, ‘রিয়াজকে খুব ভালো করে চিনি। কিন্তু কেন যে ওর ভোটার কার্ডের এই গোলমাল ঠিক হচ্ছে না, বুঝতে পারছি না। এ নিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগকে জানিয়েছিলাম।’ স্থানীয় লোদনা গ্রামপঞ্চায়েতের কর্মকর্তাদের সহায়তায় রিয়াজ নতুন করে কার্ড শোধরানোর আবেদন করেছেন ২ মাস আগে।

ভাঙড়ে অস্ত্রসহ ধৃত প্রাক্তন বিধায়কের ছেলে

জয়িতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বারুইপুর : ভাঙড়ের ১৯৯১-২০০৬ ও ২০১১-২০১৬ সালের প্রাক্তন বিধায়ক প্রয়াত বাদল জমাদারের ছেলে আনারুল জমাদার অস্ত্র বিক্রি করতে যাওয়ার পথে রবিবার দুপুরে কাশীপুর থানার এসআই সেলিম রহমান মির্জার নেতৃত্বে পুলিশ ভাঙড়ের বিজয়গঞ্জ বাজারের লাগোয়া ভাঙড় নতুন ব্রিজ এলাকা থেকে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়। এনিয়ে ভাঙড়-২নং পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি আরাবুল ইসলাম বলেন, ‘আইএসএফ ও সিপিএম যৌথ অস্ত্র মজুত করে ভোটের আগে এলাকায় গণ্ডগোলের ছক কষছে।’ তবে ভাঙড়ের সিপিআই(এম) নেতা তুষার ঘোষ বলেন, ‘চক্রান্তে ফাঁসানো হয়েছে।’ পুলিশ জানায়, ধৃতের কাছে প্লাস্টিক ব্যাগ থেকে ১টি বন্দুক, ৫ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে। এদিন কাশীপুর থানার জমাদার পাড়ার বাড়ি থেকে বেরিয়ে আনারুল অটো করে ঘটকপুকুরের দিকে যাওয়ার জন্য ভাঙড় নতুন ব্রিজের কাছে নেমেছিল। পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তাকে ধরে। অভিযুক্তকে সোমবার দুপুরে বারুইপুর আদালতে তোলা হবে। কার কাছে আনারুল অস্ত্র বিক্রি করতে যাচ্ছিল তা পুলিশ তদন্ত করে দেখছে। এর আগেও তাকে পুলিশ ধরেছিল। স্থানীয় সূত্রে খবর, আনারুল এলাকায় সিপিআই(এম) তথা আইএসএফের সক্রিয় কর্মী বলে পরিচিত।

কলেজের মধ্যে তৃণমূল নেতার ছেলের আইবুড়ো ভাত

অমিত চৌধুরী, তারকেশ্বর : বুধবার তারকেশ্বর ডিগ্রি কলেজে তারকেশ্বর পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন সামন্তের ছেলে অর্ণব সামন্তের আইবুড়ো ভাত হয়। ২৭ জানুয়ারি তাঁর বিয়ে। তিনি আবার ওই কলেজেরই কর্মী। তাঁর আইবুড়ো ভাতের অনুষ্ঠানের ভিডিও সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই বিরোধীরা সরব হন। বিজেপির আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা কমিটির সদস্য গণেশ চক্রবর্তী বলেন, ‘প্রাক্তন চেয়ারম্যান ওই কলেজের গভর্নিং বডির সদস্য। বাংলা সহায়তা কেন্দ্রে চাকরির তালিকায় ওঁর ছেলের নাম এসেছিল। এরপর কলেজের চাকরি পান। এখনই ওই চাকরির তদন্ত হওয়া দরকার’ কলেজের প্রিন্সিপাল অমলকান্তি হাটী বলেন, ‘বন্ধুরা কলেজ ক্যান্টিনে অনুষ্ঠান করেছে। কলেজের টাকায় অনুষ্ঠান হয়নি।’

আলিপুরে ব্যবসায়ীর টাকা ছিনতাই

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা : রবিবার সাতসকালে আলিপুরে ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। ব্যবসায়ীর কাছ থেকে টাকা ভরতি ব্যাগ নিয়ে উধাও হয়ে যায় মোটরবাইকে থাকা ৩ দুষ্কৃতী। ঘটনায় আলিপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। এখনো পর্যন্ত ছিনতাইয়ের ঘটনায় কেউ ধরা পড়েনি। জানা গেছে, রবিবার ভোর ৫টা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে চেতলা হাট রোডের দোকান খোলার জন্য যাচ্ছিলেন আলিপুর থানা এলাকার ব্যবসায়ী গোপাল সাউ। ওই সময় তাঁর কাছে ৩০ হাজার টাকা সহ ১টি ব্যাগ ছিল। অভিযোগ, আচমকা পেছন থেকে ১টি বাইকে চড়ে ৩ দুষ্কৃতী এসে ব্যবসায়ীর হাত থেকে টাকার ব্যাগ ছিনতাই করে চম্পট দেয়। ৩ জনের শরীরই শাল দিয়ে মোড়া ছিল। এরপরেই ঘটনার কথা জানিয়ে আলিপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন গোপাল সাউ। পুলিশ ওই ব্যবসায়ীকে নিয়ে ঘটনাস্থলেও যায়। ঘটনাস্থল ও আশপাশের জায়গা ঘুরে দেখা হয়। দুষ্কৃতীরা যে রাস্তা ধরে চলে যায় সেই রাস্তা ধরেও পুলিশ কিছুটা এগোয়। ঘটনার তদন্তে সিসি ক্যামেরার ফুটেজ ও আশপাশের লোকের বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে। গত বছরও তাঁর দোকান থেকে প্রায় দেড় লাখ টাকা চুরি হয়েছিল বলে অভিযোগ করেন গোপাল সাউ। পুলিশের দাবি, ওই ব্যবসায়ী ছিনতাইয়ের অভিযোগ করেছেন। সিসি ক্যামেরা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কোনো ব্যবসায়িক শত্রুতা নাকি অন্য কারণ রয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। গোটা ঘটনার তদন্ত করছে আলিপুর থানা।

দক্ষিণ শহরতলির ৩টি পুরসভায় পানীয় জল প্রকল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লোকসভা কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারের অধীন দক্ষিণ শহরতলির ৩ পুরসভা মহেশতলা, বজবজ ও পূজালিতে জল সরবরাহ ব্যবস্থার মান উন্নয়নে ৩২৮ কোটি ১১ লাখ টাকা খরচে ১টি পরিশ্রুত পানীয় জল প্রকল্প গড়ে তোলা হবে। এতে ওই ৩ পুর এলাকার অন্তত ১০ লাখ মানুষ উপকৃত হবেন। নবান্ন সূত্রে খবর, মহেশতলা, বজবজ ও পূজালিতে সব মিলিয়ে ৭১টি ওয়ার্ড। ওই ৩ পুরসভায় জনসংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। ওই ৩টি পুরসভা মিলিয়ে ১টি পুরনিগম গড়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সেখানের নাগরিক পরিষেবার পরিকাঠামো উন্নত করে তুলতে চাইছে রাজ্য সরকার। এমনিতেই ওই ৩টি পুরসভা এলাকায় বহুতলের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে জনসংখ্যা। তাই রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর ১০ লাখ মানুষের দৈনিক চাহিদা পূরণ করার মতো পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্প গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেখানে ৪ কোটি গ্যালন জল শোধনের পরিকাঠামো তৈরি হবে। ৩টি পুরসভা এলাকা মিলিয়ে মোট ৩৬ কিলোমিটার পাইপলাইন জল সরবরাহের জন্য পাতা হবে। এর পাশাপাশি মহেশতলায় মাটির নীচে তৈরি হবে ৭ লাখ গ্যালন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ২টি জলাধার। বজবজে হবে ২০ লাখ গ্যালনের ভূগর্ভস্থ জলাধার। এছাড়াও ৭ লাখ গ্যালনের ১টি ওভারহেড জলাধার বজবজে তৈরি হবে। এর জন্য কেএমডিএকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, মহেশতলা, বজবজ ও পূজালি, এই ৩টি পুরসভার মধ্যে গত কয়েক বছরে ফ্ল্যাট ও বহুতল সবচেয়ে বেশি গড়ে উঠেছে মহেশতলায়। যেভাবে জনসংখ্যা বেড়েছে সেই তুলনায় নাগরিক পরিকাঠামো তৈরি হয়নি। ফলে সমস্যা বাড়ছিল। সেই সঙ্গে ধাক্কা লাগছিল এলাকার উন্নয়নও। তাই রাজ্য সরকার জলের সমস্যা দূর করতে এই উদ্যোগ নেয়।

বারাসাতে বিজেপি নেতার পরিবার আতঙ্কে ভুগছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, দত্তপুকুর : বারাসাতে বিজেপির মণ্ডল সভাপতি সাগর বিশ্বাসের আক্রান্ত হওয়ার ২৪ ঘণ্টা পরও অধরা অভিযুক্ত তৃণমূল কর্মী শিবম রায়। তাতেই আতঙ্কে ভুগছেন আক্রান্ত ওই বিজেপি নেতা ও তাঁর পরিবার। বিজেপি নেতা সাগর বিশ্বাসের অভিযোগ, ‘ঘটনার পর থেকে নানাভাবে আমার ওপর চাপ তৈরির চেষ্টা চলছে। এমনভাবে ঘটনার প্রেক্ষাপট তৈরি করা হচ্ছে যেন আমি মন্ত্রীর কাছে দাবি জানাতে গিয়ে অন্যায় করে ফেলেছি। আমি ওইদিন সাইবনা এলাকায় মন্দির কমিটির প্রতিনিধি হয়ে গিয়েছিলাম। সেখানে যাওয়ার একটাই কারণ, মন্দিরের সামনের রাস্তা ও নন্দদুলাল মন্দিরের সামগ্রিক উন্নয়নের সংস্কারের ব্যাপারে মন্ত্রী রথীন ঘোষের সঙ্গে কথা বলা। এরপরই আমায় প্রকাশ্যে চড় মারা হয়। সরাসরি হুমকি না দেওয়া হলেও প্রচ্ছন্নভাবে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। দিদির সুরক্ষা কবচ-কর্মসূচিতে যদি কেউ অভিযোগ জানাতে না পারে তাহলে এই কর্মসূচি করার মানে কী? দিদির দূতরা এখন দৈত্য হয়ে গিয়েছে। এই কর্মসূচি পুরো ব্যর্থ। মন্ত্রীর কাছে জানতে চাই কেন চড় মারা হল। অভিযুক্ত এখনো প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যার ফলে নিরাপত্তাহীনতায় আমাকে ও আমার পরিবারকে দিন কাটাতে হচ্ছে। পুলিশ প্রশাসনের কাছে আবেদন অভিযুক্ত তৃণমূল কর্মী শিবম রায়কে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গ্রেফতার করুক।’ এদিকে, অভিযুক্ত তৃণমূল কর্মীর হদিশ মেলেনি বলে অভিযোগ। পরিবারের দাবি, ঘটনার পর থেকেই তিনি বাড়িতে ফেরেননি। কোথায় গিয়েছেন কেউ জানে না।

ফর্ম নং-সিএএ. ২
[সেকশান ২৩০(৭) এবং রুল ৬ ও ৭ অনুযায়ী)]
কোম্পানী পিটিশন (আইবি) নং - ২০১৮-র ৮৩০-তে ২০২২-এর আইএ(আই.বি.সি) ৪৯৫
জয় নারায়ণ গুপ্ত (লিকুইডেটর, বার্কলে এন্টারপ্রাইসেস লিমিটেড)
ঋণদাতা বা সদস্যদের সভার বিষয়ে বিজ্ঞপ্তির বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, **৬ জানুয়ারী, ২০২৩** তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে ন্যাশনাল কোম্পানী ল ট্রাইবুনালের কলকাতা বেঞ্চের বিবেচনার উদ্দেশ্যে, এই কোম্পানীর অসুরক্ষিত ঋণদাতা, সুরক্ষিত ঋণদাতা এবং ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডারদের একটি সভা করার নির্দেশ দিয়েছে এবং যদি উপযুক্ত মনে হয়, সংশোধন সহ বা সংশোধন ছাড়া অনুমোদিত উল্লিখিত কোম্পানী এবং **অসুরক্ষিত ঋণদাতা, সুরক্ষিত ঋণদাতা এবং পূর্বোক্ত কোম্পানীর ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডারদের** মধ্যে আপোস করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

উল্লিখিত আদেশ অনুসরণে এবং এতে নির্দেশিত আরো বিজ্ঞপ্তি এতদ্দ্বারা জানানো হল যে, অসুরক্ষিত ঋণদাতা, সুরক্ষিত ঋণদাতা এবং উল্লিখিত কোম্পানীর ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডারদের একটি সভা **ওয়াইএমসিএ বিল্ডিং, দ্বিতীয় তল, ২৫ জহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা - ৭০০০৮৭-তে শুক্রবার ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখে দুপুর ২টোয়** অনুষ্ঠিত হবে যেখানে উল্লিখিত অসুরক্ষিত ঋণদাতা, সুরক্ষিত ঋণদাতা এবং ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডারদের উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

উল্লিখিত সমঝোতার বা একত্রিকরণের অনুলিপি এবং ২৩০ ধারা অধীনে বিবৃতির অনুলিপি কোম্পানীর নিবন্ধীত কার্যালয়ে অথবা কোম্পানীর অনুমোদিত আধিকারিক **শ্রী জয় নারায়ণ গুপ্ত, লিকুইডেটর**-এর অফিসে **ওয়াইএমসিএ বিল্ডিং, দ্বিতীয় তল, ২৫ জহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা - ৭০০০৮৭**-তে বিনামূল্যে পাওয়া যাবে। সভায় উপস্থিত থাকার এবং ভোট দান করার অধিকারী ব্যক্তিরা ব্যক্তিগত ভাবে বা প্রক্সির মাধ্যমে এই শর্তে ভোট দিতে পারবেন যে, নির্ধারিত ফর্মের সমস্ত প্রক্সি কোম্পানীর নিবন্ধীত কার্যালয় বা অনুমোদিত প্রতিনিধি **শ্রী জয় নারায়ণ গুপ্ত, লিকুইডেটর**-এর অফিসে **ওয়াইএমসিএ বিল্ডিং, দ্বিতীয় তল, ২৫ জহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা - ৭০০০৮৭**-তে সভা শুরু হওয়ার ৪৮ ঘন্টার মধ্যে জমা করতে হবে।

প্রক্সির ফর্মগুলি কোম্পানীর নিবন্ধীত কার্যালয় বা অনুমোদিত প্রতিনিধি **শ্রী জয় নারায়ণ গুপ্ত, লিকুইডেটর**-এর অফিসে **ওয়াইএমসিএ বিল্ডিং, দ্বিতীয় তল, ২৫ জহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা - ৭০০০৮৭**-তে পাওয়া যেতে পারে।

ট্রাইবুনাল **শ্রী জয় নারায়ণ গুপ্ত, লিকুইডেটর**-কে উক্ত সভার চেয়ারপার্সন হিসাবে নিযুক্ত করেছে। উপরে উল্লিখিত সমঝোতা বা ব্যবস্থা যদি সভার মাধ্যমে অনুমোদিত হয়, তা হলে ট্রাইবুনালের পরবর্তী অনুমোদন সাপেক্ষে হবে।

১৬ জানুয়ারি ২০২৩
জয় নারায়ণ গুপ্ত, লিকুইডেটর

সমস্যার মুখে মানারচরের বাসিন্দারা

সুবীর রায়, দুর্গাপুর : বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের সময় পূর্ব পাক-ই-স্তান থেকে শরণার্থীরা সীমান্ত পেরিয়ে এই বাংলায় চলে আসে। তখনই প্রচুর মানুষ এসে নতুন করে দামোদরের চরে জেগে ওঠা প্রায় ২০ কিলোমিটার এলাকার ওপর বাসা বাঁধেন। এককেটি জায়গার এককেটি নাম দিয়ে তাঁরা বসবাস শুরু করেন। তখনই নাম হয় বড় মানা, মাঝের মানা, ছোট মানা, শিলামপুর মানা, সোনাই চণ্ডীপুর। এলাকা আলাদা হলেও এদের বেশিরভাগের পেশা হয়ে দাঁড়ায় চাষবাস। প্রতিদিন ওই সব অঞ্চল থেকে উৎপাদিত প্রচুর শাকসবজি বিক্রির জন্য বেনাচিতি, চণ্ডীদাস, আশিস মার্কেট, ডি সেক্টর মার্কেটের মতো বড়ো বাজারে যায়। এরইমধ্যে কয়েকটি পরিবার ছাগল, গোরু, হাঁস-মুরগির মতো গবাদি পশু লালনপালন করে। এলাকার বাসিন্দারা এখন উপযুক্ত রাস্তাঘাট, বিদ্যুতের দাবি জানিয়ে আসছেন। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, ‘আমরা দীর্ঘদিন ধরে এই এলাকায় বসবাস করছি, ফসল ফলাচ্ছি তাতেই আমাদের সংসার চলে। তবে বিদ্যুৎ আর রাস্তাঘাটের জন্য বার বার আমরা প্রশাসনকে জানিয়েছি। এরমধ্যেই ২বার জেলাশাসক এসে এলাকা পরিদর্শন করে গিয়েছেন।’ বাঁকুড়ার জেলাশাসক বলেন, ‘আরো একবার এলাকাটি দেখে নিতে চাই। তারপরেই প্রয়োজনীয় কাজকর্ম হবে।’ বাঁকুড়ার বড়জোড়া ব্লকের বিডিও সুরজিৎ পণ্ডিত বলেন, ‘এলাকার লোক কিছু সমস্যার কথা জানিয়েছেন। সমস্যা মেটানোর জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

খড়্গপুরে নানা রূপে মকর সংক্রান্তি পালন

সুমনকুমার দাস, খড়্গপুর : শনিবার রাত থেকেই খড়্গপুর শহরে মকর সংক্রান্তির আমেজ শুরু হয়ে যায়। রবিবার উত্তর ও দক্ষিণ ইন্দা, কৌশল্যা, খরিদা, মালঞ্চ প্রভৃতি বাঙালি এলাকায় পৌষ সংক্রান্তি পালিত হয়। খড়্গপুরের ওড়িয়া পাড়াতেও পৌষ সংক্রান্তি পালন করা হয়। মথুরাকাটি, নিমপুরা, ওল্ড সেটেলমেন্ট প্রভৃতি জায়গায় দক্ষিণের লোকরা ‘পোঙ্গল’ পালন করেন। গোলবাজারের গুজরাতিরা ‘উত্তরায়ণ’, নিমপুরার শিখ সমাজ ‘লোহরি’, বিহার, উত্তর প্রদেশ, ঝাড়খণ্ড থেকে আসা খড়্গপুরের মানুষ ‘খিচড়ি পরব’, খড়্গপুর গ্রামীণের সালুয়ার নেপালি সম্প্রদায় ‘মাঘে সংক্রান্তি’, অসমিয়ারা ‘ভোগলি বিহু’ ও খড়্গপুরের সোনামুখী, তলঝুলি, তালবাগিচা, রবীন্দ্রপল্লি, ঘাঘরা এলাকায় বসবাসকারী আদিবাসী সমাজ ‘সাঁকরাত পরব’ পালন করে। পৌষ সংক্রান্তিতে খড়্গপুরে একই উৎসবের নানা রূপ দেখা যায়। করোনার জন্য গত ২ বছর মকর পরবের স্নান সহ উৎসবে ভাটা পড়েছিল। এবছর প্রথা মেনে বাঙালি বাড়িতে পিঠেপুলি, নলেন গুড়ের পায়েস, উত্তর ভারতীয়দের ঘরে তিল, নাড়ু, আদিবাসীরা হাঁড়িয়া তৈরি করে। শনিবার রাত থেকেই ধামসা মাদল বাজিয়ে আদিবাসীদের নাচ চলে। পৌষ সংক্রান্তির সকালে কংসাবতী নদীতে স্নান করতে লোকের ভিড় দেখা যায়।

BANSBERIA MUNICIPALITY
TENDER NOTICE

The Chairman, Bansberia Municipality invites e-Tenders from bonafide Contractors for below mentioned **N. I. T. No:-BNS/ENGG/2022-23/TN-6. Dated-16.02.2023.** For details log on to **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Chairman
Bansberia Municipality

ইয়ার্ন সিন্ডিকেট লিমিটেড
CIN NO : L51109WB1946PLC013842
রেজি. অফিস : ৮৬/২/৪, এস. এন. ব্যানার্জি রোড, প্রথম তল, ফ্ল্যাট নং- ২, কলকাতা - ৭০০০১৪
টেলিফোন : ০৩৩-২২৬৫ ২১৬৩
ওয়েবসাইট : www.yarnsyndicate.in;
ই-মেল : ysl@yarnsyndicate.in

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিক্যোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ - এর রেগুলেশন ৪৭ সহ ২৯ নং রেগুলেশন অনুযায়ী সোমবার ৩০ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখে কোম্পানীর বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের একটি সভা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখে ত্রৈমাসিক ও সমাপ্ত নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবেচনা, অনুমোদন, নথিভুক্তকরণের জন্য অনুষ্ঠিত হবে। বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া তথ্য কোম্পানীর ওয়েবসাইট এবং কোম্পানির শেয়ারগুলি নথিভুক্ত রয়েছে এমন স্টক এক্সচেঞ্জ এর ওয়েবসাইট www.bseindia.com-এ পাওয়া যাবে।

বোর্ডের আদেশানুসারে
ইয়ার্ন সিন্ডিকেট লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বাক্ষর
(বিকাশ চন্দ্র চ্যাটার্জি)
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৩.০১.২০২৩

স্কোয়ার ফোর প্রজেক্টস ইন্ডিয়া লিমিটেড
CIN : L24230WB1992PLC192922
রেজিস্টার্ড অফিস: ২৩৮এ, এ জে সি বোস রোড, দ্বিতীয় তল, কলকাতা- ৭০০ ০২০
৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফল

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	একমেবাদ্বিতীয়ম			একত্রিত		
	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক		বছরের শুরু থেকে আজ অবধি	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক		বছরের শুরু থেকে আজ অবধি
	৩১.১২.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২১ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২১ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২২ (অনিরীক্ষিত)
কাজ থেকে মোট আয় (প্রকৃত)	০.০২	-	০.০২	০.০২	-	০.০২
এই পর্ব থেকে প্রকৃত লাভ / (ক্ষতি) (করের, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অতিরিক্ত দফার আগে)	(৫.২৯)	(৪.৫৬)	(১৪.৯৯)	(৬.০৯)	(৪.৯৯)	(১৬.৩০)
করের আগে এই পর্ব থেকে প্রকৃত লাভ / (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অতিরিক্ত দফার পর)	(৫.২৯)	(৪.৫৬)	(১৪.৯৯)	(৬.০৯)	(৪.৯৯)	(১৬.৩০)
এই পর্ব থেকে প্রকৃত লাভ / (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অতিরিক্ত দফার পর)	(৫.২৫)	(৪.৫৬)	(১৪.৯৫)	(৬.০৪)	(৪.৯৯)	(১৬.২৫)
এই পর্বের জন্য মোট বিস্তৃত আয় [(এই পর্ব থেকে বিস্তৃত আয় / (ক্ষতি) (করের পর) ও অন্যান্য বিস্তৃত আয় (করের পর)]	(৫.২৫)	(৪.৫৬)	(১৪.৯৫)	(৬.০৪)	(৪.৯৯)	(১৬.২৫)
ইক্যুটি শেয়ার মূলধন	৯৮০.৮৯	৯৮০.৮৯	৯৮০.৮৯	৯৮০.৮৯	৯৮০.৮৯	৯৮০.৮৯
মজুত বিগত বছরের নিরীক্ষিত ব্যালান্সশীট অনুযায়ী (পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত)	(৩৮৮.৫০)	(৩৭৯.৬১)	(৩৮৮.৫০)	৯৯১.২৭	১০০৬.৮৯	৯৯১.২৭
শেয়ার প্রতি আয় (প্রত্যেকটি ১০/- টাকা করে) (চালু ও বন্ধ হয়ে যাওয়া কার্যকলাপের জন্য)	(০.০৫)	(০.০৫)	(০.১৫)	(০.০৬)	(০.০৫)	(০.১৭)
ক. মূল	(০.০৫)	(০.০৫)	(০.১৫)	(০.০৬)	(০.০৫)	(০.১৭)
খ. লঘুকৃত	(০.০৫)	(০.০৫)	(০.১৫)	(০.০৬)	(০.০৫)	(০.১৭)

দ্রষ্টব্য : সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫'এর ৩৩নং ধারা অনুযায়ী ওপরের বিবরণীটি কোম্পানীর বিস্তারিত ত্রৈমাসিক / বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্ত বিবরণী হিসাবে দেখানো হল ও স্টক এক্সচেঞ্জে নথিভুক্ত করা হল। কোম্পানীর বিস্তারিত ত্রৈমাসিক / বার্ষিক আর্থিক ফলাফল পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড-এর ওয়েবসাইটে। (ফাইলিং-এর URL-এ) ও কোম্পানীর ওয়েবসাইটে : www.squarefourgroup.in

বোর্ড-এর পক্ষে
স্কোয়ার ফোর প্রজেক্টস ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বাক্ষর - গণেশ কুমার সিংহানিয়া
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN - 01248747

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৪.০১.২০২৩

মুরারইতে তৃণমূলের মিছিলে বিএমওএইচ

আশিস মণ্ডল, রামপুরহাট : দিদির দূত হিসাবে রবিবার মুরারই গ্রামীণ হাসপাতালে গিয়ে বিধায়ক মোশারফ হোসেন ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক আসিফ আহমেদের সঙ্গে দেখা করেন। এরপর হাসপাতালের সমস্যা দেখাতে গিয়ে স্বাস্থ্য আধিকারিককে তৃণমূলের মিছিলে হাঁটতে দেখা যায়। অন্যদিকে, এদিন বিধায়ক মুরারই গ্রামপঞ্চায়েতের গোপালপুর গ্রামে গেলেও সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা না বলেই কালো গাড়িতে চড়ে গ্রামের রাস্তা দিয়ে চলে যান। হাতের কাছে বিধায়ককে পেয়ে গ্রামবাসীরা অনেক সমস্যার কথা বলার জন্য প্রস্তুত থাকলেও বিধায়কের গাড়ি না থামায় সেই সুযোগ হয়নি। গোপালপুর গ্রামের বাসিন্দা মুর্শেদা বেগম বলেন, ‘বিধায়ক আসছে শুনে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ছিলাম। গ্রামের রাস্তার সমস্যার কথা বলতাম। কিন্তু বিধায়কের গাড়ি দাঁড়ালো না। ফলে কিছু বলা হল না।’ আনারুল শেখ বলেন, ‘গ্রামের রাস্তা বেহাল। ভোটের আগে রাস্তা সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছিলেন। রাস্তায় এক হাঁটু জল দাঁড়িয়ে যায়। এবার ঠিক করেছিলাম বলব। কিন্তু বিধায়কের গাড়িই তো থামল না।’ গোপাল কোনাই বলেন, ‘বিধায়ক আসার খবর পেয়ে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম। কিন্তু বিধায়ক গাড়ি থেকেই নামলেন না।’ এদিন বিধায়ক মুরারই গ্রামীণ হাসপাতাল পরিদর্শনে গেলে হাসপাতালের ডাক্তাররা পরিকাঠামোর অভাবের কথা বলেন। স্বাস্থ্য আধিকারিক আসিফ আহমেদ বলেন, ‘আমি পরিকাঠামোর অভাবের কথা বলতে ওঁর সঙ্গে ছিলাম। হাসপাতাল চত্বর ঘুরিয়ে দেখিয়েছি। কোনো রাজনৈতিক দলের মিছিলে হাঁটিনি।’ বিধায়ক বলেন, ‘বিডিও এলাকায় আরো শৌচাগার তৈরির অনুরোধ করেছেন। হাসপাতালে ৩ জন গাইনোকোলজিস্ট থাকলেও পরিকাঠামোগত কারণে সিজার করা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে বিএমওএইচ জানান। বিষয়টি আমি ব্লক সভাপতিকে দেখার জন্য বলেছি। তবে বিএমওএইচ আমাদের মিছিলে হাঁটেননি। উনি আমাদের পরিকাঠামো ঘুরিয়ে দেখান।’ যদিও গ্রামবাসীদের অভিযোগ অস্বীকার করে বিধায়ক বলেন, ‘আমি গ্রামে গিয়েছিলাম। মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি। কেউ কোনো অভিযোগ করেননি।’

খণ্ডঘোষে মহিলার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

প্রদীপকুমার মণ্ডল, খণ্ডঘোষ : রবিবার খণ্ডঘোষ থানার শাঁকারি গ্রামে চাঁপা মাঝির (৫৫) ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃতের পরিবারের লোক থানায় খবর দিলে তড়িঘড়ি পুলিশ গিয়ে ওই ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। জানা গেছে, বিগত কয়েক মাস ধরে তিনি মানসিক রোগগ্রস্ত ছিলেন। এক অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে। কীভাবে তাঁর মৃত্যু হল সেই বিষয়ে খণ্ডঘোষ থানার পুলিশ তদন্তে নেমেছে।